এমটিও: ব্যাংকরে সবচয়েে আকর্ষণীয় চাকরি

লখেক: মুহম্মদ নজরুল ইসলাম | প্রকাশতি: 17 October 2026, 03:04 PM | বভিাগ: এইচআরএম

এবি ব্যাংক ব্যবসা শুরুর পর থকেে এ পর্যন্ত যতবার এমটিও পদে লোক নয়িোগ করছেে প্রতবিারই আবদেনকারীদরে মধ্য থকেে সর্বোচ্চ মধোবীদরে বাছাই করে নয়িছে। গত পর্বে উল্লখে করছেলিাম মৌখকি পরীক্ষার সময় আমাদরে ব্যাংকরে টপ ম্যানজেমনে্ট মৌখকি পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করনে। এর কারণ হলো এদরে মধ্য থকেইে আগামী দনিরে শীর্ষ ব্যাংকার তরৈি হবে। এই বাছাই প্রক্রয়িায় ভুল হলে ব্যাংকরে নানা ধরনরে ক্ষতি হতে পার। এ কারণে এবি ব্যাংক সব সময় এই নয়িোগ প্রক্রয়িাটকিে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দয়িে থাক। ব্যাংকরে শুরু থকেে আজ পর্যন্ত এ ধারা চলমান রয়ছে। আগে আমাদরে ব্যাংক সম্পর্কে বাজারে একটি কথা প্রচলতি ছলি, এবি ব্যাংক ব্যাংকার তরৈি কর। এ কারণে অনকে ব্যাংকরে এমডি, এএমডি, ডএিমডি, এবং অন্যান্য সনিয়ির পদে আমাদরে ব্যাংকরে সাবকে সহকর্মীদরে দখো যায়। এটা আমাদরে জন্য গর্বরে বষিয়। ২০১৭ সালরে একটি ডটো অনুযায়ী ওই সময় দশেরে ২২টি ব্যাংকরে এমডি পদে যাঁরা কর্মরত ছলিনে তাঁদরে কর্মজীবন শুরু হয়ছেলি এবি ব্যাংকরে এমটিও পদ থকেে।

৫০ জনকে এমটিও পদে নয়িোগ দওেয়ার জন্য চূড়ান্তভাবে বাছাই করার পর তাঁদরে জয়নেংি প্রসসে শুরু হলো। সাধারণত দখো যায় অধকিাংশ প্রতষ্ঠিানে যখন নতুন কোনো কর্মী যোগদান করতে আসনে তখন এইচআর ডপিার্টমনে্ট থকেে তাঁকে সংশ্লষ্টি ডপিার্টমনে্টে বুঝয়িে দওেয়া হয়। এভাবইে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কোনো কোনো প্রতষ্ঠিানরে ক্ষত্রেে এই প্রক্রয়িাটি একটু দীর্ঘ। এ ধরনরে প্রতষ্ঠিানে যোগদান করতে গলেে টপ ম্যানজেমনে্ট এবং অন্যান্য ডপিার্টমনে্টরে কর্মীদরে সাথে পরচিয় করয়িে দওেয়া হয়। আবার কোনো কোনো প্রতষ্ঠিান জয়নেংিয়রে দনিে ছোটখাটো একটি

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। সেটা সম্ভব না হলে অন্তত প্রতিষ্ঠান, ডিপার্টমেন্ট, ক্ষেত্রের বিশেষে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কর্মীকে জানানোর জন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের আয়োজন ভিন্ন রকম। এটাকে বলা যেতে পারে একটা গ্র্যান্ড আয়োজন।

জয়েনিংয়ের প্রাথমিক কাজ শেষ করার পর তাঁদের জন্য চমৎকার একটি আয়োজন ছিল। সেখানে দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিও উপস্থিতি ছিলেন। এটা করা হয়েছিল তাঁদেরকে উৎসাহিত করার জন্য, তাঁদের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। এবারের আয়োজনে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তিনি সিপিডির সাবেক এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং বর্তমানে একজন ফেলো। তিনি পুরো অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি নবীনদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন যেখানে চমৎকার একটি মেসেজ ছিল। তিনি বলেছেন, ব্যাংক তোমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি স্ট্রাকচার তৈরি করে দেবে আর তোমরা শুধু ওই পথ ধরে এগিয়ে যাবে, এটা ঠিক নয়। তোমাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে, এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে।

জয়েনিং সেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত হওয়া, ডিনারে অংশ নেওয়া, ফটো সেশন করা, এই সবই জীবনের জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা। অনেকে প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কোনো আয়োজন থাকে না। আমরা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আমরা তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করি। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাই। প্রথম দিনই তাঁদের মনে একটি ভালো অনুভূতি জাগানোর চেষ্টা করি। তাঁরা পরিবারের সাথে, বন্ধুদের সাথে এই অনুভূতি শেয়ার করেন।

এমটিও পদে জয়েন করার পরদিন থেকে দশদিনের একটি ক্লাসরুম ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু হয়। এই কোর্সটিকে আমরা বলি ফাউন্ডেশন কোর্স। এই দশ দিনে ব্যাংকের টপ টু বটম পর্যন্ত যত ধরনের কাজ আছে সেগুলোর সাথে পরিচয় করানো হয়। টপ লেভেল থেকে মিড লেভেল পর্যন্ত ম্যানেজমেন্টের সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম দিন সকালের সেশনে আমাদের ব্যাংকে এমটিও পদে যোগদান করে বর্তমানে এমডি, ডিএমডি পদে কর্মরত তাঁদের সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিই। তাঁরা কিভাবে তাঁদের ডেভেলপমেন্ট করেছেন, কিভাবে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন, ইত্যাদি বিষয়গুলো শেয়ার করেন। যাঁরা মিড লেভেলে জব করছেন পর্যায়ক্রমে তাঁদের সাথেও এদের পরিচয় করিয়ে দিই।

তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। ফলে দেখা যায় প্রতিদিন আমাদের এই এমটিও পদের নবীনরা ব্যাংকের বিভিন্ন জনের সাথে পরিচিতি হচ্ছেন এবং যাঁর সাথে পরিচিতি হচ্ছেন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুঁড়ি থেকে অনেক কিছু শেয়ার করছেন। তিনি তাঁর ডিপার্টমেন্টের কাজ সম্পর্কে জানাচ্ছেন। এভাবে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের শীর্ষ কর্মকর্তারা নিজি নিজি সেশনে ওই ডিপার্টমেন্টের সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি চিত্র তুলে ধরছেন, ডিপার্টমেন্টের পরিধি, কার্যক্রম পরিচালনার বিধি-বিধান সম্পর্কে নবীনদের পূর্ণ ধারণা দিচ্ছেন।

দশ দনিরে এই ট্রনেংি প্রোগ্রামটি তাঁদরে জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই দশদনিে প্রত্যকে এমটওি আমাদরে ব্যাংক সম্পর্কে, ব্যাংকরে কার্যক্রম, টপ ম্যানজেমন্টে, এবং তাঁদরে প্রত্যকেরে ক্যারয়িার রোডম্যাপ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পয়েে যান। প্রথম দনি প্রথম সশেনে ব্যাংকরে ম্যানজেংি ডরিক্টের, অ্যাডশিনাল ম্যানজেংি ডরিক্টের, ডপেুটি ম্যানজেংি ডরিক্টেরদরে বক্তব্যরে মধ্য দয়িে এদরে পথ চলা শুরু হয়। হডে অব এইচআর ডভিশিন ব্যাংকরে রুলস অ্যান্ড রগেুলশেন, নর্মস, ভ্যালুস, নবীনদরে কাছ থকেে ব্যাংক কি ধরনরে বহিভেয়িির প্রত্যাশা করে এই সব কছিু সম্পর্কে ধারণা প্রদান করনে। দশ দনি এভাবে অতবিাহতি হওয়ার পর তাঁদরে পরবর্তী ট্রনেংি সশেন শুরু হয়। এটাকে বলা হয় দ্বতিীয় পর্বরে ট্রনেংি।

(চলবে)

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।